শ্রীশ্রীরূপসনাতনের জীবনী⁕। কর্ণাটাধিপতি **সর্ববজ্ঞ—** ভরদ্বাজ গোত্র যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ—তৎপুত্র **অনিরুদ্ধ**—তৎপুত্র **রূপেশ্বর** ও **হরিহর**—হরিহরের রাজ্য-লালসায় রূপেশ্বর নীলাচলে যাত্রা করেন—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী শিখরদেশের রাজা মহেন্দ্রসিংহের সহিত তথায় পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন হয়। পরে তিনি মহেন্দ্রসিংহের রাজত্বে গমন ও মন্ত্রিত্ব-পদ লাভ করেন। তথায় রূপেশ্বরের পুত্র **পদ্মনাভে**র জন্ম হয়। যদুজীবন তর্কপঞ্চানন নামক রাজপণ্ডিতের কন্যা রমাদেবীর সহিত পদ্মনাভের বিবাহ হয়। ইঁহার শ্বশুর ও পিতৃদেবের পরলোক হইলে ইনি শিখরদেশ ত্যাগ করিয়া নবহট্ট (নৈহাটি) গ্রামে বাস করেন—তথায় পদ্মনাভের ১৮ কন্যা ও ৫ পুত্র হয়। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র—**মুকুন্দ**। পদ্মনাভ নবহট্টে কিছুদিন থাকিয়া পরে বৃদ্ধা শাশুড়ীর উত্তরাধিকারী হইয়া বাকলাচন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। মুকুন্দদেবের পুত্র—**কুমারদেব**। গৌড়-নগরে উত্তর সীমাস্থ মহানন্দা নদীর তীরে মোরগ্রাম মাধাইপুরে কাশ্যপ-কুলজাত হরিনারায়ণ বিশারদ মহাশয়ের কন্যা রেবতীর সহিত কুমার-দেবের বিবাহ হয়। বিবাহের পরে কুমারদেব শ্বশুরালয়ে বাস করেন—ইঁহার তিন পুত্র—**সনাতন**, **রূপ** ও **অনুপম** (বল্লভ)।

তৎকালে গৌড়নগর **হুসেন সাহ পাৎসাহে**র রাজধানী ছিল। বহু দেশের কৃতবিদ্যগণ তথায় গমনাগমন করিতেন, সুতরাং ইঁহারা অনায়াসেই সর্ববিদ্যা-পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের আদেশানুসারে পিরুসাহ নামক রাজমিস্ত্রি জলগড়ের পার্শ্বে একটি সুদৃশ্য মন্দিরা নির্ম্মাণ করিতেছিল; কেবলমাত্র শিরাবরণ (ছাদ) ব্যতীত আর সকল কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন হুসেনসাহ মন্দিরা দেখিতে গিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন—পিরু! মন্দিরা আশাতীত সুন্দরভাবে নির্মিত হইয়াছে। পিরু বলিল যে, সে ইহা হইতেও উৎকৃষ্ট মন্দিরা নির্মাণ করিতে পারে। ইহা শুনিয়া নরপতি ক্রোধাবেশে সরফরাজখাঁকে আদেশ করিলেন যে, পিরুকে মন্দিরার শিরোদেশ হইতে ভূপাতিত কর—ইহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। অন্যদিন হুসেন সাহ মন্দিরার উপরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, উহার শিরাবরণ প্রস্তুত হয় নাই। উহার নির্মাণ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় সম্মুখে 'হিঙ্গা' নামক পদাতিককে দেখিয়া বলিলেন 'তুই অতি সত্বর মোরগ্রাম মাধাইপুরে গমন কর'। যে কার্য্যে পাঠাইতেছেন তাহা না বলিতেই পাতসাহের মুরসীদ আসিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে ডাকিলেন। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন—এমন সময় হিঙ্গা প্রয়োজন না জানিয়াই মাধাইপুরে গমন করিল। কথাপ্রসঙ্গে হুসেনসাহ মুরসীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হজরৎ! গৌড়রাজত্ব আমার দখলে কতদিন থাকিবে বলুন দেখি। তখন সিদ্ধ ফকির সাহন্যামতুল্লা আলি কহিলেন—''বৎস হুসেন! সনাতনরূপের মন্ত্রিত্বকালের স্থায়িত্ব পর্যন্ত নৃপাসন

তোমার অধিকারে থাকিবে। পরে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-লাভ করিয়া বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে গৌড়রাজত্বের অবনতি হইবে। তাঁহারাই তোমার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, আবার কালে তাঁহারাই তোমার অবনতির কারণ হইবেন।'' পাতসাহ মুরসিদের বাক্য-শ্রবণে 'রূপসনাতন কে?' তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন, এবং চিন্তা করিতেছেন যে, হিঙ্গা পদাতিককে যে মাধাইপুরে পাঠাইলাম, কিন্তু কি প্রয়োজন তাহা ত বলি নাই। এদিকে হিঙ্গা মাধাইপুরে গিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। সনাতন নিজ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া রূপের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে দেখিলেন যে, পথিমধ্যে জনৈক রাজকর্মচারী ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। সনাতনের আদেশে শ্রীরূপ তাহার তথায় ভ্রমণের কারণ অবগত হইলেন। তখন পুনরায় সনাতনের নির্দেশমত হিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৌড়েশ্বর যে সময় তোমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি কোথায় ছিলেন?' পদাতিক কহিল—মন্দিরার উপরিভাগ দর্শন করিয়া নিম্নে অবতরণ করতঃ আমাকে এখানে আসিতে হুকুম দিয়াছেন।' রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—'মন্দিরার নির্মাণে কিছু অবশিষ্ট আছে কি?' সে বলিল সব কার্য্য শেষ হইয়াছে, কেবল ছাদমাত্র বাকি আছে।' তখন শ্রীরূপ বলিলেন—'বুঝিয়াছি, তুমি এখান হইতে দুই চারি জন রাজমিস্ত্রি লইয়া যাও।' রাজমিস্ত্রি-সঙ্গে হিঙ্গাকে দেখিয়া নরপতি ভাবিলেন যে, এই কার্য্যমধ্যে অবশ্যই কোনও গূঢ় রহস্য থাকিবে। তখন জিজ্ঞাসাক্রমে জানিলেন যে, মাধাইপুরের দুই ভাইর পরামর্শমত সে এই কার্য্য করিয়াছে। গৌড়েশ্বর ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুভব-ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মুরসিদ-কথিত রূপসনাতনের কথাই একাগ্রমনে ভাবিতে লাগিলেন। পরে কেশব ছত্রি নামক কোতোয়ালকে পাঠাইয়া শিবিকাযোগে দুই ভাইকে রাজদরবারে আনাইয়া তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন এবং সনাতনকে মন্ত্রিত্ব ও রূপকে অনুমন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধি প্রদান করেন। ইঁহারা গৌড়ের সন্নিধানে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ উহার নাম সাকর মল্লিকপুর রাখেন—কালক্রমে ইহাই 'সাকরমা' নামে অভিহিত হইয়াছে। সনাতনের বাসা বাড়ীর নাম ছিল বড়বাড়ী এবং তৎকর্তৃক খনিত জলাশয়ের নাম—সনাতন সাগর। শ্রীরূপের বাসার নাম ছিল গির্জাবাড়ী এবং জলাশয়ের নাম—শ্রীরূপসাগর।

একদা সনাতন বিষয়কার্য্যে বীতরাগ হইয়া বিষণ্নমনে ভাবিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীরূপ আসিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সনাতন বিষয়জ গ্লানির কথা নিবেদন করিলেন। তৎপরে শ্রীরূপের পরামর্শানুসারে শ্রীসনাতন শ্রীরাধামদনমোহনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ ভাবের উদ্দীপন জন্য রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও অষ্টসখীকুণ্ডাদি প্রকাশ করিয়া অর্চ্চন-বন্দনাবেশে কাল কাটাইতে লাগিলেন। বাহ্যে রাজকার্য্যও পরিচালনা

করিতে লাগিলেন; এবং অন্তরে সদা ব্রজভাবে ভাবিতমতি হইলেন।

একদিন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দর্শন দিয়া আজ্ঞা করেন—'সনাতন! আর বিলম্বের কার্য্য নাই। তোমরা ব্রজের মঞ্জরী, জীবের উদ্ধার জন্য মনুষ্য-নাট্যে অবতরণ করিয়াছ। দুই জন শীঘ্র ব্রজে গমন করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কর এবং শ্রীভগবদ্ ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া পথভ্রান্ত জীবের সদ্গতি-সোপান নির্ম্মাণ কর।' মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইলে সনাতন সাত্ত্বিক-বিকারে বিভূষিত-দেহ হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় রূপ আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। দুই ভাই পরামর্শ করিয়া নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নিকট সংসার বন্ধন-মোচন করিবার জন্য দৈন্যপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

দৈন্যপত্র লিখি মোরে পাঠাইলে বার বার।
সেই পত্র দ্বারায় জানি তোমার ব্যবহার॥ চৈ চ মধ্য

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনের ছলে রামকেলি গ্রামে কেলি-কদম্ব মূলে যাইয়া কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়াছেন—এই ঘটনা প্রসিদ্ধ। ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন বার্তা হুসেন শাহের কর্ণগোচর হইল। সনাতনমুখে পাতসাহা সবিশেষ পরিচয় পাইয়া মহাপ্রভুর স্বচ্ছন্দ বিহার জন্য সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে রূপসনাতন দীনহীনবেশে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উপনীত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীরূপসনাতন-প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলে পর ভক্তগণ নিতাই গৌরাঙ্গের অধরামৃত পাইয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ইহা জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির কথা, অদ্যাবধি ঐ দিনে রামকেলিতে মহামহোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনাবধি শ্রীরূপসনাতনের বিষয়ে বিশেষ বিতৃষ্ণা হইল—নিরবধি শ্রীগৌরাঙ্গের রূপগুণে দুই ভাই ঝুরিতে লাগিলেন। লোকমুখে শ্রীপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনবার্তা শুনিয়া অবধি ইহাদের সবিশেষ চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিল। শ্রীরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনলালসায় অধীরতর হইয়া কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। প্রয়াগে বিন্দুমাধবের আলয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয়। মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গনে উভয়কে কৃতার্থ করিয়া সনাতনের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ দিলেন।

শ্রীরূপ ও অনুপমের গৃহত্যাগের পরে সনাতন একেবারে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া দিবানিশি কাঁদিতে লাগিলেন—রাজকার্য্য পরিচালনায় ক্রমশঃ যথেষ্ট শৈথিল্য আসিল। হুসেন সাহ গৌড়ে রাজা হইবার পূর্ব্বে আলাউদ্দিন হোসেন সাহ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার অধীনে সুবুদ্ধি রায় নামক

জমিদার বাস করিতেন। সৈয়দবংশজাত হুসেন খাঁ তখন তাঁহার চাকরি করিতেন। সুবুদ্ধি রায় কোনও জলাশয়-খননের ভার হুসেনের উপর দিয়াছিলেন—তাহাতে হুসেনের ত্রুটি দেখিয়া সুবুদ্ধি রায় তাহার উরুদেশে কঠোর কশাঘাত করেন। পরে হুসেন সাহ রাজা হইলে রাজ্ঞী ঐ চিহ্ন দেখিয়া সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণনাশের জন্য রাজাকে অনুরোধ করেন। হুসেন সাহ নিজপোষ্টা সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় রাণী নিজেই প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। হুসেন সাহ প্রমাদ গণিয়া কেশব ছত্রিকে ডাকাইয়া দবির খাসকে তৎক্ষণাৎ আনয়ন করিতে আদেশ করেন। অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার আকাশে ঘনঘটা, পথ চলা মহাদুষ্কর হইলেও তখন কেশব ছত্রি রাজাজ্ঞায় সনাতনের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সনাতন একে গৌরাঙ্গ-বিরহে ব্যাকুল প্রাণে 'হা হুতাশ' করিতেছেন—তদুপরি ভ্রাতৃদ্বয়ের সহসা গৃহত্যাগে আরো ব্যথা পাইয়া ছটফট করিতেছেন—এমন সময় রাজাজ্ঞা শুনিয়া অগত্যা রাজভবনে শিবিকাযোগে উপনীত হইলেন। আনুপূর্বিক ব্যাপার সব শুনিয়া সনাতন প্রথমতঃ নানা কৌশলে ও অনুনয় বিনয়পূর্বক রাজ্ঞীর মত-পরিবর্তনের চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অসমর্থ হইয়া শেষে বলিলেন 'উহার জাতি নাশ করুন।' সনাতন মনে মনে ভাবিলেন—ব্রাহ্মণ প্রাণে রক্ষা পাইলে পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারিবে। রাজ্ঞীকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া সনাতন বাসায় ফিরেতেছেন, এমন সময় পথি মধ্যে বৃক্ষমূলে এক কুটীরে এক ফকির ও তাঁহার পত্নী কথাবার্তা কহিতেছেন, শুনিতে পাইলেন। পত্নী ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই দুঃসময়ে পথি মধ্যে কে যাইতেছে?' পরে বলিলেন—'বোধ হয় কুকুর যাইতেছে।' ফকির বলিলেন—তাহারই বা কি গরজ, সে কোনও গৃহস্থের আশ্রয়ে শায়িত রহিয়াছে। পত্নী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—'তবে কে যাইতেছে?' ফকির বলিলেন 'নিশ্চয়ই কোনও পরাধীন ব্যক্তি যাইতেছে।' সনাতন বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষাজীবী ফকির-দম্পতির কথা শুনিয়া নিজের জীবনে শত শত ধিক্কার দিতেছেন, আর রূপ ও অনুপমের মহাভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন !! আবার 'প্রাণ গৌর' বলিয়া আর্তনাদে কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণে মৌন, ক্ষণে বাচালতা, ক্ষণে হর্ষ, ক্ষণে রোদন, ক্ষণেই আবার চীৎকার করিয়া ভৃত্য ঈশানকে বলিতেছেন—ঈশান! ঐ শুন! প্রভু আমায় 'সনাতন! সনাতন!' বলিয়া ডাকিতেছেন। ঈশান অনেক প্রবোধ দিয়া সনাতনকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন।

শ্রীসনাতনের এইরূপভাবে দিনযামিনী অতিবাহিত হইতেছে—এমন সময়ে জনৈক লোক তাঁহার হস্তে একখানা পত্র দিল। অক্ষর দেখিয়া সনাতন বুঝিলেন, ইহা শ্রীরূপের লিখিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পত্রিকায় একটি শ্লোক লিখা ছিল—'যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তরকৌশলা' ইত্যাদি।

ইহাতে সনাতনের অবিলম্বে বিষয়-ত্যাগই সংসূচিত হইয়াছে। কাহারও মতে শ্রীরূপ আটটি অক্ষর লিখিয়াছিলেন। যথা—'শু, হি, রা, সূ, য, পা, কু, কং।'মহানুভব সনাতন প্রতি অক্ষরে এক একটা নাম ধরিয়া এই অর্থ করিলেন—**শুম্ভ** নামক দৈত্যরাজ, **হিরণ্যকশিপু** নামক দুর্দান্ত দৈত্যেন্দ্র, লঙ্কেশ্বর **রাবণ**, **সূর্য**বংশ, **যদু**বংশ, **পাণ্ডব**গণ, **কুরুপতি** দুর্য্যোধন এবং কংস রাজা—ইহাদের প্রত্যেকের প্রতাপে একদিন পৃথিবী কম্পিত হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহারা কোথায়? অতএব অবিলম্বে বিষয়-ত্যাগই বাঞ্ছনীয়। পত্রী পাঠ করিয়া সনাতনের মানসজালা অধিকতর বন্ধিত হইল এবং নির্বেদ ক্রমশঃই সনাতনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। সনাতন বিষয়-পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া রাজসভায় গমনে বিরত হইয়া গৃহে বসিয়া ভাগবৎগণসহ শ্রীমদভাগবত প্রসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনদিবস মন্ত্রির অনুপস্থিতি দেখিয়া পাতসাহা সনাতনের বার্তা জানিবার জন্য একজন পদাতিক পাঠাইলেন। সনাতন তাহাকে বলিয়া দিলেন 'আমার শরীর অসুস্থ।' পদাতিকের মুখে অসুস্থতার বার্তা পাইয়া হুসেন সাহ রাজবৈদ্য পাঠাইয়া দিলেন। রাজবৈদ্য সনাতনকে সুস্থ এবং ভাগবতপ্রসঙ্গে আছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন 'সনাতন আর রাজকার্য্য করিতে পারিবেন না; অন্য লোকদ্বারা পাতসাহ মন্ত্রিকার্য্য নির্বাহ করুন।' বৈদ্যমুখে এই সকল বার্তা জানিয়া নরপতি স্বয়ং আসিয়া সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন 'দবির খাস! আপনার তিন দিনের অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্যে বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। অতএব আপনি শীঘ্র গমন করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করুন।' সনাতন নিজের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। পাতসাহের বহু অনুরোধ পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করায় তিনি ক্রোধিত হইয়া বলিলেন—'তোমার ভাই রূপ সাকর মল্লিক আমার চাকলা নষ্ট করিয়া দরবেশ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। তোমারও তাহাই ইচ্ছা'। এই বলিয়া সনাতনকে বন্দী করিয়া 'সেখ হবু' নামক জমাদারকে তাঁহার রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সনাতন কারারুদ্ধ হইলে পুরন্দর বসু মন্ত্রির আসনে আরূঢ় হইলেন। পুরন্দর বসু স্বভাবতঃ হিংস্র, অনর্থপ্রিয় ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন—প্রজাপীড়ক বলিয়া তাহার যথেষ্ট দুর্নাম ছিল। পুরন্দর বসুর কনিষ্ঠ শ্রীকান্ত বসু উড়িষ্যা হইতে কর সংগ্রহ করিয়া গৌড়ে প্রেরণ করিত। এদিকে সংবাদ আসিল—তাহার দুর্ব্যবহারে প্রজাগণ কর না দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। গৌড়পতি এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে সৈন্য-সমাবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাত্রিকালে রাজ্ঞীর নিকট উড়িষ্যা-গমনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাজ্ঞী সনাতনের উপদেশ গ্রহণীয় বলায় রাজা তৎক্ষণাৎ কারাগৃহে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। সনাতন যুক্তি দিলেন যে, এক্ষণে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সনাতনের

কথায় রাজা যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন, কিন্তু পরদিন প্রভাতে দুষ্টবুদ্ধি পুরন্দর বসুর প্ররোচনায় যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন।

সনাতন কারাগৃহের দুর্বিষহ যন্ত্রণাও গৌরানুরাগে সুখময় ভাবিয়া অন্তরে অন্তরে গৌরেরই সঙ্গসুখ আস্বাদন করিতেছেন। সনাতন যুক্তি-বলে এবং সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রাপ্রদানে সেখ হবুকে বাধ্য করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত হইলেন। সনাতন মুক্তিলাভ করিয়া গৃহের ধনাদি গুরু, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও অতিথি-প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে ঈশানের সহিত গৌরাঙ্গ-দর্শনে যাত্রা করিয়া সনাতন হাবাসথানার ঘাটে উপনীত হইলেন। শ্রাবণ মাস—গঙ্গা জলে ভরপুর। সনাতন গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গা পার হইয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গমন করিতে লাগিলেন। পাতোড়া পর্বতে পার্বতীয় ভূঁইঞা জাতিদের এক উপনিবেশে উপনীত হইলেন। তাহাদের একজন গণক স্বভাষায় নিজগণকে কহিল 'ইহাদের নিকট আটটি সুবর্ণ মুদ্রা আছে। ইহাদিগকে কপট-প্রণয়ে আতিথ্য করিয়া ইহাদের প্রাণবধ করিয়া মুদ্রাগুলি লইতে হইবে।' সনাতন তাহাদিগকে বৃন্দাবনের পথ দেখাইতে বলায় তাহারা বহু সমাদর জ্ঞাপন করিয়া সেইস্থলে রাত্রিবাস করিতে বলিল। ইহাতে রাজমন্ত্রী সনাতনের মনে সন্দেহ হওয়ায় ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার সঙ্গে পাথেয় কিছু আছে কি?' ঈশান একটি গোপন করিয়া বলিল—সাতটি সুবর্ণমুদ্রা আছে। সনাতন ঐ মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া ভুইঞাগণকে দিলেন। তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া ষড়যন্ত্রের কথা সব বিবৃত করিল। তৎপরে ভূঁইঞাগণের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে ঈশানের নিকট আরো কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় ঈশান বলিল পাথেয় জন্য একটি মুদ্রা অবশিষ্ট আছে। ইহাতে সনাতন ব্যথিত হইয়া ঈশানকে গৃহে বিদায় দিয়া একাকী গৌরানুরাগে চলিতে লাগিলেন। পার্বত্য হিংস্রজন্ত-সমাকুল পথে সনাতন নির্ভয়ে 'গৌর গৌর' বলিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার কুসুম-সুকোমল চরণদ্বয়ের তালুকায় শোণিত-স্রাব হইতে লাগিল, ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সনাতন শ্রীগৌর-সন্দর্শনে চলিয়াছেন!! এইরূপে তিনি গমন করিতে করিতে দশম দিবসের সায়াহ্নে হাজিপুর নামক গ্রামে উপনীত হইলেন। তত্রত্য তমালতলায় উপবেশন করিয়া সনাতন মুক্তকণ্ঠে গৌরগুণানুবাদ কীর্তন করিতে লাগিলেন। সেই হাজিপুরে শ্রীকান্ত সেন নামক এক ব্যক্তিকে সনাতন গ্রাম্যসম্বন্ধে ভগ্নীপতি বলিতেন—তিনি তথায় পাতসাহের জন্য ঘোটক ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীকান্ত বঙ্গভাষায় এত গভীর রজনীতে কে গান করিতেছে জানিতে আগ্রহান্বিত হইয়া গায়কের নিকটে আসিয়া একেবারে স্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিলেন। গায়কের কিন্তু গৌরগানের বিরাম নাই। শ্রীকান্ত মন্ত্রিপ্রবর সনাতনের ধূলিধসরিত অবস্থা দর্শনে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার রোদন-ধ্বনিতে সনাতনের বাহ্যস্ফূর্ত্তি

হইল। সনাতন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাঁহার অনেক চেষ্টাতেও সনাতন কিছুতেই তাঁহার বাসায় যাইতে সম্মত হইলেন না; পরে একখানা ভোটকম্বল আনিয়া সনাতনকে দিলেন। সনাতন ঐ কম্বল লইয়া প্রাতঃকালে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীতে উপনীত হইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে সনাতন শুনিতে পাইলেন যে, মহাপ্রভু তত্রত্য চন্দ্রশেখরের ভবনে বিরাজ করিতেছেন। পুলকিত- কলেবরে সনাতন গাত্রোত্থান করিয়া চন্দ্রশেখরের বহির্দ্বারের পার্শ্বে এক প্রাচীরে পৃষ্ঠাবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—'দেখ দেখি, তোমার বহির্দ্বারে জনৈক বৈষ্ণব আগমন করিয়াছেন, সমাদরে তাঁহাকে লইয়া আস।' মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চন্দ্রশেখর বহির্দ্ধারে গিয়া কোনও বৈষ্ণব দেখিতে পাইলেন না; মহাপ্রভুর পুনর্বার ইঙ্গিত পাইয়া চন্দ্রশেখর দরবেশরূপী সনাতনকে প্রভুর সমীপে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে প্রাঙ্গণে দেখিবা মাত্রই বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গনজন্য ধাবিত হইলেন; সনাতন পশ্চাৎপদ হইতেছেন দেখিয়া মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বদেশে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার অঙ্গ-সম্মার্জন করিতে করিতে রূপ অনুপমাদির কথা বলিতে লাগিলেন। তপন মিশ্র আসিয়া মধ্যাহ্ন ভিক্ষার জন্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাপ্রভু সনাতনকে 'ভদ্র' হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সনাতন ক্ষৌরকার্য্য সমাধান ও গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুর সমক্ষে আসিলে প্রভু শ্রীকরে তুলসীমাল্যাদি পরাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সম্পাদনজন্য বিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে সনাতন তপনমিশ্র হইতে একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া কৌপীন ও বহির্বাসরূপে পরিধান করিলেন। প্রভু সনাতনের বেশাবলোকনে ঈষদ্ধাস্য করিলেন এবং ভোটকম্বলের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন প্রভুর মনোভাব বুঝিয়া এক গৌড়ীয়াকে ভোট দিয়া তাঁহা হইতে এক জীর্ণ কন্থা সংগ্রহ করিলেন। মিশ্রগৃহে মহাপ্রভু ভোজন করিয়া শেষপাত্র সনাতনকে দেওয়াইলেন। সনাতন সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া জঠর-জ্বালা হইতে চিরদিনের তরে মুক্তিলাভ করিলেন।

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে স্বপ্রভাবে মায়াবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিলে কাশীবাসী সকলেই মহাপ্রভুর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন এই দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দে ভাসিয়া গেলেন। মহাপ্রভু দুইমাস কাশীতে থাকিয়া শ্রীসনাতনকে জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ে শিক্ষা দেন—শক্তি-সঞ্চার করেন এবং বৈষ্ণবস্মৃতি করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়া নিজেই তাহার সূত্র বর্ণনা করেন। এই সব কাহিনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা আছে। সর্বশক্তি সঞ্চার করিয়া পরে প্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন করিবার জন্য আদেশ

করেন। শ্রীপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সনাতন প্রয়াগ ও আগ্রা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং কিয়দ্দিন বাস করিবার পরে পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন-লালসায় নীলাচলে যাত্রা করেন; ঝারিখণ্ড-পথে দূষিত জল-পানে সনাতনের গাত্রে কণ্ডু হইল, তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণ দর্শন করিয়া রথচক্রতলে প্রাণ-পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন এবং ভুবনপাবন শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু তথায় সনাতনকে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিতে বাহু প্রসারণ করিলে সনাতন নানাবিধ দৈন্যোক্তি দ্বারা মহাপ্রভুকে নিরসন করিতে চেষ্টা করিলেন। সনাতন নিজেকে নীচজাতীয়, নীচসঙ্গী ইত্যাদি মনে করিয়া কখনও শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চতুঃসীমায় যাইতেন না। সনাতনের দেহত্যাগ-সংকল্প জানিয়া মহাপ্রভু একদিন তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিলেন এবং সনাতনের দেহকে প্রভু নিজদেহ বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে যমেশ্বর টোটা হইতে সনাতনকে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া আনাইয়া প্রভু সনাতনের মুখে তাঁহার আত্মদীনতা শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং প্রেমালিঙ্গনে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিলেন। সর্ব্বভক্তের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি করাইয়া প্রভু সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে বিদায় করিলেন।

একদা পরিক্রমা করিয়া সনাতন বংশীবটমূলে রূপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—রূপ তখন নিবিষ্টমনে শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা-সূচক নয়টি শ্লোক রচনা করিতেছিলেন! 'মুকুন্দমুরলীকলশ্রবণফুল্লহৃদ্বল্লরী' ইত্যাদি পাঠ করিয়া সনাতন রূপকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। পরে শৃঙ্গার-বটে গিয়া মহাপ্রভুকর্তৃক উপদিষ্ট লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কি ভাবে করা যায়—চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিয়াছেন; স্বপ্নচ্ছলে কেহ বলিলেন—'সনাতন! তুমি গুপ্ততীর্থের উদ্ধার-সাধন জন্য চিন্তা করিও না—আমার কার্য্য আমিই করিব—তুমি কেবল উপলক্ষ হইয়া থাক।' তৎপরে প্রণালীক্রমে মধুবনাদি দ্বাদশ বন নির্ণয় করিলেন, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, ব্রহ্মকুণ্ড, বেণুকুণ্ড, দাবানল কুণ্ডাদিও নিরূপণ করিলেন, ক্রমশঃ চৌরাশী ক্রোশের লীলাস্থলী সকলই প্রকাশ করিলেন। সনাতন ফলমূল শাক ইত্যাদি যথালাভে সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন করিয়া, কখনও বা বিপ্রগৃহে মাধুকরী ইত্যাদিদ্বারা জীবিকানির্বাহ করতঃ বৃন্দাবনে যমুনাতীরে 'মদনটের' নামক স্থানে মৌনী হইয়া সদা সর্বক্ষণ ভজন করিতেন।

কথিত আছে দিল্লীশ্বর আকবর সাহ শ্রীরূপ সনাতনের গুণ-গরিমা-শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া বহু সজ্জা করতঃ মদনটেরের নিকটে শিবির স্থাপন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। প্রাতঃকালে আকবর সাহ সনাতনের দর্শনার্থে যাইয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিলেও সনাতন কিছুতেই মৌন-ব্রত ভঙ্গ করিলেন না। পরে রাজা যৎকিঞ্চিৎ অর্থ অঙ্গীকার করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় সনাতন ইঙ্গিত করিলেন যে, তাঁহার কুটীরটা

যমুনা-তরঙ্গে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে—ইহার সংস্কার করিলেই তিনি সুখী হইবেন। শ্রীরূপ রাজাকে সঙ্গে করিয়া সেই নিদ্দিষ্ট স্থলটি দেখাইলে রাজা কিয়ৎকালের জন্য দেখিলেন যে যমুনাঘাটের সোপানপঙক্তি স্পর্শমণি-সমূহের দ্বারা খচিত রহিয়াছে। পাতসাহ অবাক্ হইয়া দৃষ্টি পাত করিয়া আছেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন যে সনাতন কি অতুল বৈভবের অধিকারী। অতঃপর রাজা সনাতনকে বহু স্তুতি নতি এবং প্রার্থিত-সম্পাদনে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীরূপ 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি' নামক স্তোত্ররত্নে শ্রীরাধার বেণীর উপমা দিতে 'বেণী-ব্যালাঙ্গনাফণা' লিখিয়াছিলেন—সনাতন সর্পিণীর সহিত শ্রীরাধার বেণীর উপমা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। একদা সনাতন শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করিয়া তাহার অগ্নিকোণে 'মদনান্দোলন' নামক নিত্য-বিলাসকুঞ্জের দর্শনার্থ গমন করিতেছেন—এমন সময় দেখিলেন যে, শ্রীমতী রাধা শ্যামরসাল-বৃক্ষের ঝুলনায় ঝুলিতেছেন এবং শিরোবেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইয়া ঠিক নাগিনীর প্রতিরূপ ধারণ করিয়াছে। বেণী-ফণিনীর দর্শনে সনাতন প্রেমভরে সাত্ত্বিকভাব-ভূষণে বিভূষিতদেহ হইয়া ভূতলে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরূপের কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীসনাতন বৃন্দাবন হইতে মাধুকরী গ্রহণ করিতে প্রতিদিন মথুরায় এক চৌবের গৃহে যাইতেন। ঐ মথুরায় সেই চৌবেজীর ব্রাহ্মণী বাৎসল্য-রসে অতুলনীয়া ছিলেন। তাঁহার বাৎসল্যভাবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীনন্দনন্দন ঐ ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সহিত খেলা করিতেন এবং উভয়ই ব্রাহ্মণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। একদিন বালকদ্বয় খেলা করিতেছেন—এমন সময় সনাতন মাধুকরীতে যাইতেছেন। বালবেশী শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া সনাতন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কাহাদের ছেলে হে?' উত্তর হইল—'গোসাইজি! আমি ব্রজবাসীর বালক, নাম মদনমোহন, ঐ সম্মুখের অট্টালিকা আমাদের গৃহ।' সনাতন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া দেখেন—ব্রাহ্মণী পাক করিতেছেন এবং দন্তকাষ্ঠে দন্ত মার্জন করিয়া ঐ দন্তকাষ্ঠেই আবার অন্ন নাড়িতেছেন। সনাতন এই অবৈধ ব্যবহার দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রজমায়ি! আপনি কাহার জন্য রন্ধন করিতেছেন?' তখন উত্তর হইল—আমার দুইটি বালক আছে, তাহাদের জন্য বালভোগ প্রস্তুত করিতেছি।' সনাতন মনে ভাবিলেন—'এই ব্যাপারে ত ইঁহার অপরাধ হইতেছে, অতএব ইহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিব।' এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—'মা! আগামী কল্য হইতে স্নানাদি করিয়া পবিত্রভাবে বালকদ্বয়ের জন্য রন্ধন করিবেন।' পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে রন্ধন করিতে করিতে অপরাহ্ণ হইল। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া মদনমোহন সনাতনকে বলিলেন—'গোসাই! তুমি

আমার জননীকে সদাচার ইত্যাদি করিতে উপদেশ দিয়া আমাকে ক্ষুধায় কাতর করিলে কেন? আমি যে ব্রজবাসিদের উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত, তাহা কি তুমি জান না? ইত্যাদি'। সনাতন মদনমোহনের বাক্যে নির্বাক্ হইয়া নিজকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন এবং ব্রজমায়ির নিকট গিয়া বলিলেন—'মা! তোমার ইচ্ছামত পূর্ব্ববৎ রন্ধন করিয়া বালকদ্বয়কে খাওয়াইবে। স্নানাদি কৃত্যের আবশ্যকতা নাই।' সনাতন এই বলিয়া আসিতেছেন—পথিমধ্যে মদনমোহন সনাতনকে বলিলেন 'গোঁসাই! আমার ইচ্ছা, তোমার কাছে যাইব।' সনাতন বলিলেন—'আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন—আমি আপনাকে লইয়া যাইতে পারিব না। মা যশোদা নব লক্ষ ধেনুর দুগ্ধ, সর, নবনীত ইত্যাদি প্রদান করিয়াও যাহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন নাই—আমি দীনাতিদীন, বৃক্ষতলবাসী ও মাধুকরীজীবী হইয়া কি প্রকারে আপনার সেবা করিব?' এই বলিয়া সনাতন বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এদিকে চৌবে ব্রাহ্মণীকে স্বপ্নযোগে মদনমোহন বলিলেন—'মা! আমি আগামী কল্য মাধুকরী ভিক্ষুক গোঁসাইর সহিত বৃন্দাবনে যাইব।' এ বাক্য-শ্রবণেই ব্রাহ্মণী ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরদিন সনাতন মাধুকরীতে আসিলে তাঁহার সহিত মদনমোহনও বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং বলিলেন—'গোঁসাই! আমি বিগ্রহরূপে তোমার নিকট অবস্থান করিব এবং ভোগের জন্য তুমি যাহা দিবে, তাহাতেই আমি পরিতৃপ্ত হইব।' সনাতন অগত্যা স্বীকার করিয়া মাধবীলতার কুঞ্জ-কক্ষে তাঁহাকে স্থাপনা করিলেন এবং প্রত্যহ 'আঙ্গাকড়ি' ভোগ দিতে লাগিলেন। একদা অলবণ বন্যশাক ভোগ প্রদান করিলে মদনমোহন কহিলেন—'গোঁসাই! কিঞ্চিৎ লবণ না হইলে আমি খাইতে ত পারিব না।' সনাতন কহিলেন—'আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোমার উপদ্রব সহ্য করিতে পারিব না। আমি বনবাসী, লবণ কোথায় পাই বলত!' তখন মদন-মোহন বলিলেন, 'তোমার সম্মতি পাইলে আমি আপন প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করিয়া লইব।' সনাতন সম্মত হইলে এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইল। মূলতান দেশের এক সদাগর বহুমূল্য পণ্য-দ্রব্য লইয়া নৌকাযোগে মথুরায় যাইতেছিল। কিন্তু মদনটেরের নিকট যমুনার চড়ায় তাহার এগারখানি নৌকাই আবদ্ধ হইয়া গেল। যখন সমস্ত যুক্তি কৌশল ব্যর্থ হইল, তখন সদাগর বড়ই বিপদ গণিলেন। এ দিকে মদনমোহন বালকরূপে সদাগরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই মদনটেরে সনাতন গোস্বামী আছেন, তাঁহার রূপাকটাক্ষে তোমার নৌকা সচল হইবে।' এই বলিয়া বালক অন্তর্দ্ধান করিলেন। সনাতনের নিকট আসিয়া সকল ব্যাপার নিবেদন করিলে সনাতন বলিলেন—ঐ মাধবীকুঞ্জ-কক্ষে সেই বালক বিরাজমান আছেন—তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ ও পরিচর্য্যার জন্যই এই চক্রী চক্র তুলিয়াছেন।' সদাগর মদনমোহনের নিকট মূলধন ও ব্যবসায়ের লাভের উদ্বৃত্ত অর্থ সমস্তই উপহার দিবে মনে মনে সংকল্প

করিতেই নৌকা মুক্ত হইল। বলা-বাহুল্য সেই সদাগর ব্যবসায়ে প্রচুরতর অর্থ লাভ করিয়া সেই অর্থ দ্বারা সনাতনের আদেশানুরূপ মন্দির-নির্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বীরভূম জেলায় জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া কাশীধামে শিবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। একদিন দৈববাণী হইল 'ব্রাহ্মণ! তুমি শীঘ্র বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামির নিকট গমন কর, তথায় তোমার সর্বার্থসিদ্ধি হইবে।' ব্রাহ্মণ এই আকাশবাণী প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে সনাতনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ প্রার্থিত-বিষয় নিবেদন করিলেন। সনাতন বলিলেন—'ভাই! আমার একশত-গ্রন্থি কন্থা ও এক করোয়া মাত্র সম্বল। আমি অর্থ কোথায় পাইব!' ব্রাহ্মণ সনাতনের বাক্য শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময় সনাতনের মনে হইল এবং ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'দেখ! আমি বহুদিন পূর্ব্বে যমুনায় স্নান করিতে এক স্পর্শমণি পাইয়াছিলাম; তাহা বামহস্তে বালুকামুষ্টিদ্বারা অমুক স্থানে গোপন করিয়া রাখিয়াছি।' এই কথা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ সহ ঐস্থানে গমন করিয়া তর্জনী-সঙ্কেতে স্থানটা দেখাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণের মনে সনাতনের ভাবভঙ্গী এতাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি ভাবিলেন যে, গোঁসাইর নিকট ইহা হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট মণি আছে, বিপ্রবর চিন্তা করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সনাতনের ঐ উৎকৃষ্টতর মণির প্রার্থনা করিলেন। সনাতনের ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি যমুনাজলে নিঃক্ষেপ করিলে সনাতন তাঁহাকে শিক্ষাদি দিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ-বিরচিত গ্রন্থাবলীঃ—

> সনাতন গোস্বামির গ্রন্থ-চতুষ্টয়।
> টীকা সহ **ভাগবতামৃত** খণ্ডদ্বয় ॥
> **হরিভক্তিবিলাস** টীকা দিকপ্রদশনী।
> **বৈষ্ণবতোষণী** নাম দশম-টিপ্পনী ।
> '**লীলাস্তব**' দশম-চরিত যারে কয়।
> সনাতন গোস্বামির এই চতুষ্টয়। [ভক্তিরত্নাকর ৫৬পৃঃ]

এতদ্ব্যতীত 'লঘুহরিনামামৃত-ব্যাকরণ' নামে একখানা ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়াছেন বলিয়া

প্রকাশ।❋ উহা বর্তমান মুদ্রিত সংস্করণেরই সংক্ষেপ বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্তৃক সূচিত সূত্রানুসারে শ্রীপাদ সনাতনের আজ্ঞায় তাঁহারই ইঙ্গিতে ও সাহায্যকল্পে প্রথমতঃ শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' রচনা করেন। উহা 'লঘু হরিভক্তিবিলাস' নামে কথিত হয়েন এবং অদ্যাবধি শ্রীরাধারমণের গোস্বামিদের গৃহে ও অন্যত্র বর্তমান আছেন। এই গ্রন্থ-সাহায্যে শ্রীসনাতন পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন-সহকারে 'দিগদর্শনী' টাকা সহ বৃহদায়তন হরিভক্তি-বিলাস প্রণয়ণ করিয়াছেন।

আমাদের আলোচ্য এই 'লীলাস্তব' নামক গ্রন্থরত্নে শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথম পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ের লীলাসূত্র বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীসনাতন তাঁহার প্রাণকোটিপ্রিয়তম শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহদ্বারা এই গ্রন্থখানি সুকৌশলে ও সুরসালভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। কোথায় ৫।৭টি শ্লোকের আশয় একটি শব্দে, আবার কোথায় বা একটি শ্লোককে উপজীব্য করতঃ সাত আটটি শব্দ যোজনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের [১১/২৭/৪৬] 'শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা' ইত্যাদি শ্লোকে যে অভীষ্টরূপের শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ প্রণতি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—তাহাই অবলম্বন করতঃ শ্রীপাদ সনাতন এই গ্রন্থরত্নে ৪৩২ শ্লোকে ১০৮ দণ্ডবতের ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রতি চারি শ্লোকে একটি দণ্ডবৎ অথবা প্রতিপ্রকরণে একটি করিয়া দণ্ডবৎ করাই অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য যে শ্রীগোস্বামিপাদ স্বয়ঃই প্রকরণবিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ প্রকাশের বন্দনা করা হইয়াছে। তৎপরে মহাবিষ্ণুস্বরূপকে বন্দনা করিয়া চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের ও লীলাবতারাদির বন্দনা হইয়াছে। অতঃপর যুগাবতার বর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থস্বরূপ-দ্বয়ের [নৃসিংহ ও রামচন্দ্রের] পুনরায় বন্দনা করিয়া শ্রীদশমের প্রথমাধ্যায় হইতে আরম্ভ করতঃ ক্রমে ক্রমে পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে মথুরা হইতে শ্রীনন্দবিদায় পর্য্যন্ত সমস্ত লীলার সূত্রসমূহ কথিত হইয়াছে। তৎপরে বিভিন্ন প্রকরণে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের বন্দনা, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা, শ্রীভগবদ্বিভূতিসমূহের বন্দনা, এবং ভগবদর্চ্চামূর্ত্তিসমূহের বন্দনা করিয়া সর্বশাস্ত্র-মুকুটমণি শ্রীমদ্ভাগবতের শতমুখে ভূয়সী স্তুতিমালা সংযোগ করিয়াছেন। তৎপরে গ্রন্থের উপসংহারকালে প্রাণস্পর্শীভাষায় নিজের মহাদৈন্য-সূচক শ্রীকৃষ্ণের করুণামাহাত্ম্যের বন্দনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আলোচনাফলও শ্রীপাদ ইঙ্গিত করিয়াছেন—'যিনি অর্থ-জ্ঞানপূর্ব্বক ১০৮ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে এই লীলাস্তব পাঠ করিবেন—তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অচিরাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপে, নামে, লীলায় ও বিহারস্থলে পরমা রতি দান করিবেন।' বলা বাহুল্য, যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন—অথচ গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া

সঙ্কুচিত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সবিশেষ উপযোগী। সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত লীলাসমূহের সমাবেশ পূর্ব্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণের ভজনোপযোগী করিয়াই শ্রীগ্রন্থখানি রচিত হইয়াছেন। 'বৈষ্ণব-তোষণী' অবলম্বনে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত চুর্ণিকাও দেওয়া হইয়াছে। যে পুঁথিখানার সাহায্যে এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলেন—তাহা শ্রীপাদ শ্রীসনাতন প্রভুর স্বহস্তাক্ষর বলিয়া ধারণা হয়। ইহারই একটি প্রতিলিপি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদরের গ্রন্থাগারে নাগরাক্ষরে ১৮৮৫ সম্বতে (১২৩৫ বাং) লিখিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থাগারে যে সকল পুঁথি শ্রীসনাতনের 'স্বহস্তাক্ষর' বলিয়া চিহ্নিত আছে, তাহাদের অক্ষর-সদৃশই আলোচ্য পুঁথিখানার অক্ষর-সন্নিবেশ দেখা যায়। নাগরাক্ষরের পুঁথিতে ইহারই শোধিত পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনে বা জয়পুরের গ্রন্থাগারসমূহে বিশেষ প্রয়াস করিয়াও অন্য পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কাজেই এস্থলে শ্রীপাদ শ্রীসনাতনের লীলাস্তবের প্রথমপৃষ্ঠার অবিকল (স্বহস্তাক্ষর) প্রতিবিম্ব দেওয়া হইল। সিঁথির হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর দাস, বি, এ, ভাগবতভূষণ-প্রমুখ মহামনীষী-গণের আনুকূল্যে ও আগ্রহাতিশয্যে এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলেন। আমি ইহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে কৃপাময় পাঠকপাঠিকাগণ অনুবাদকের ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষনিচয় উপেক্ষা করিয়া মূলগ্রন্থের গুরুগম্ভীর তাৎপর্য্য আস্বাদন করিলেই দীনহীন প্রকাশকের সকল শ্রম সার্থক হয়। ইতি

শ্রীধাম নবদ্বীপ
হরিবোল কুটীর
শ্রীশ্রীগদাধর জয়ন্তী
৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দা

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস দাস